মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৬

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুক্রবার, ১২ আষাঢ় ১৪৩৩ / ২৬ জুন ২০২৬

বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ আয়োজনে: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ■ সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬ জুন ২০২৬
১২ আষাঢ় ১৪৩৩

বাণী

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বর্তমানে শুধু একটি দেশের সমস্যা নয়, এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মাদক সমস্যা এখন কেবল জনস্বাস্থ্যের জন্য নয়, বরং বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও অর্থনীতির জন্যও একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৬'।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার প্রতিরোধ এবং একটি মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের দৃঢ় অঙ্গীকারকে সামনে রেখে সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি পালিত হচ্ছে। এটি আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

বাংলাদেশ বর্তমানে জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend)-এর গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রম করছে। দেশের জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ কর্মক্ষম যুবসমাজ হওয়ায় এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার একটি বড়ো সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

মানসম্মত শিক্ষা, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ, নিরাপদ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থান এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। তবে অবৈধ মাদকের বিস্তার এই সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুতর হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর রাষ্ট্র এবং সমাজ বিনির্মাণে দেশের তরুণ ও যুবসমাজকে মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার থেকে দূরে রাখার কোনো বিকল্প নেই।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী মাদকের ভয়াল ছোবল থেকে তরুণ ও যুবসমাজকে রক্ষা করতে কঠোর আইনগত এবং ব্যাপক সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহ মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি মাদকের বিস্তার রোধে নোডাল এজেন্সি হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্টগার্ডসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং মাঠ প্রশাসন সমন্বিতভাবে দায়িত্ব পালন করছে।

তবে শুধু আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মাদকের ভয়াবহতা সম্পূর্ণরূপে মোকাবিলা করা কঠিন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি অভিভাবক, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষার্থী, চিকিৎসক, সমাজকর্মী, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টাই সমাজকে মাদকের অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখতে পারে।

একটি সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর ও সুস্থ জাতি গঠনে মাদকমুক্ত সমাজের বিকল্প নেই। আমি সুস্থ, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি।

'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৬' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

তারেক রহমান

WORLD DRUG PROBLEM: PERSISTING ISSUES, NEW CHALLENGES, INNOVATIVE RESPONSES

আধুনিক বিশ্বের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে বিশ্ব আজ একটি "গ্লোবাল ভিলেজ"-এ রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে তথ্য আদান-প্রদান ও পারস্পরিক যোগাযোগ অত্যন্ত সহজ, দ্রুত এবং কার্যকরী হয়েছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক বিশ্ব বর্তমানে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের ভয়াবহ বিস্তারের কারণে গভীর উদ্বেগের মুখোমুখি। বিশ্বের কোনো দেশই এ সংকটের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ডার্ক ওয়েব এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তঃদেশীয় অপরাধচক্রসমূহ মাদকের অবৈধ লেনদেনকে আরও সুসংগঠিত ও বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি, প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেই নতুন নতুন মাদকের আবির্ভাব হচ্ছে। ফলে, বৈশ্বিক নিরাপত্তা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং জনস্বাস্থ্য নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে "জিরো টলারেন্স" নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতি বাস্তবায়নে মাদক চোরাচালানে প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর অভিযান পরিচালনা, তথ্য আদান-প্রদানের উন্নত কাঠামো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মাদকদ্রব্যের অবৈধ পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরও আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মাদকের সমস্যা শুধু আইনশৃঙ্খলার সাথে জড়িত নয়, বরং জনস্বাস্থ্যের সাথেও ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং মানসিক সহায়তা নিশ্চিত করা সুস্থ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের যথাযথ চিকিৎসা ও কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত ২৬ জুন 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' (১৯৮৯ সাল থেকে পালিত) কেবল একটি আনুষ্ঠানিক দিবস নয়; বরং এটি বিশ্বব্যাপী মাদক বিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ জোরদারের এক গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম একটি ন্যায়ভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ার সংগ্রাম। এই সংগ্রাম দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল হলেও সম্মিলিত উদ্যোগ, কার্যকর পরিকল্পনা এবং সময়োপযোগী কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে এ হুমকি মোকাবিলা করা সম্ভব। এই লক্ষ্য অর্জনে তরুণ প্রজন্ম, নাগরিক সমাজ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে আন্দোলনটিকে একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিতে হবে। আমাদের সম্মিলিত সচেতনতা, সংহতি ও প্রতিরোধের মাধ্যমেই জাতিকে মাদকের ভয়াল ছায়া থেকে মুক্ত করে একটি সুস্থ, নিরাপদ ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যাত্রা শুরুর ইতিহাস:
মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭৬ সালে এক্সাইজ এন্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্টকে পুনর্বিন্যাসকরণের মাধ্যমে নারকোটিকস এন্ড লিকার পরিদপ্তর নামে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন ন্যাস্ত করা হয়। সে সময় এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো মাদক ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্য থেকে রাজস্ব আহরণ। তবে আশির দশকে আন্তর্জাতিক পরিসরে মাদক চোরাচালান ও অপব্যবহারের ব্যাপক বিস্তারের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার মাদক নিয়ন্ত্রণকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারের পর্যায়ে উন্নীত করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ এবং পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হয়। একই বছরে, ১৯৯০ সালের জানুয়ারিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯১ সালে অধিদপ্তরটিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ করা হয়।

বর্তমানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশের Nodal Agency হিসেবে মাদক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আইন প্রয়োগ, অপরাধ তদন্ত, মাদকদ্রব্য পরীক্ষণ, প্রিকারসার কেমিক্যালের লাইসেন্স প্রদান, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬ জুন ২০২৬
১২ আষাঢ় ১৪৩৩

বাণী

২৬ জুন, ২০২৬ জাতিসংঘ ঘোষিত "মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস।" 'মাদকমুক্ত বিশ্ব' গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৮৯ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রতিবারের মতো এবারও বাংলাদেশে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। আমি এ দিবসটি উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার একটি জটিল, বহুমাত্রিক এবং গভীর সামাজিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ, অনলাইন প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহার, আন্তঃদেশীয় অপরাধচক্রের বিস্তার এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মাদকের সহজলভ্যতাজনিত এই সমস্যা দিন দিন আরও প্রকট হয়ে উঠছে। মাদকাসক্তি কেবল ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে না; এটি তরুণ প্রজন্মকে বিপথগামী করে, তাদের সৃজনশীলতা ও কর্মক্ষমতাকে ধ্বংস করে এবং একটি জাতির অপার সম্ভাবনাময় মানবসম্পদকে ঝুঁকির মুখে ফেলে। ফলে পরিবারে অস্থিরতা, সামাজিক অবক্ষয় এবং মূল্যবোধের অবনতি ঘটে। একই সঙ্গে সমাজে চুরি, ডাকাতি, সহিংসতা ও অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, যা সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে দুর্বল করে এবং জাতীয় উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতাকে ব্যাহত করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব সুদূরপ্রসারী - স্বাস্থ্য সেবায় ব্যয় বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর অপচয় একটি দেশের টেকসই উন্নয়নকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইকে আমরা একটি জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করি।

মানবিক মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা ও আইনের শাসনের ভিত্তিতে একটি মাদকমুক্ত, সুস্থ ও নিরাপদ সমাজ গঠনে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নতুন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় একটি ন্যায়ভিত্তিক ও জবাবদিহিমুলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমান সরকার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে এবং মাদক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কঠোর আইন প্রয়োগ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদারসহ বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য হলো মাদক মামলার জট কমানো এবং বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠনের মাধ্যমে অভিযুক্তদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা। এ সর্বগ্রাসী নেশার কবল থেকে যুবসমাজকে রক্ষায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলে মাদকবিরোধী অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু, আমাদের আরও করণীয় রয়েছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মাদক সমস্যা প্রতিরোধে কেবল আইন প্রয়োগই যথেষ্ট নয়; এর পাশাপাশি প্রয়োজন সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত ও সচেতন উদ্যোগ। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যকর ভূমিকা এবং ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এ লক্ষ্যে অভিভাবক, শিক্ষক, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, গণমাধ্যম এবং সর্বোপরি তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় ও দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

আমি আশা করি, দেশের সকল সচেতন নাগরিক নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি মাদকমুক্ত, সুস্থ, নিরাপদ ও নতুন এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসবেন।

আমি 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৬' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সালাহউদ্দিন আহমদ, এমপি

সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬ জুন ২০২৬
১২ আষাঢ় ১৪৩৩

বাণী

আজ ২৬ জুন বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপিত হচ্ছে 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস'। ১৯৮৭ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৬ জুনকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ঘোষণা করা হয়। এ দিবস উপলক্ষ্যে আমি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত সকল উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বর্তমান বিশ্বের অন্যতম জটিল, বহুমাত্রিক এবং উদ্বেগজনক সমস্যা। এটি একটি দেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা, জনস্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অবৈধ মাদকের বিস্তার মানবসম্পদ ধ্বংসের কারিগর। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মাদকের বিস্তার আমাদের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই 'সবার আগে বাংলাদেশ' এই দর্শনকে ধারণ করে মাদকের বিস্তারের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সরকারের এই নীতি বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। অধিদপ্তর মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, অবৈধ পাচারে রোধ এবং নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও বহুমাত্রিক কৌশল অনুসরণ করছে।

সরবরাহ হ্রাস, চাহিদা হ্রাস এবং ক্ষতি হ্রাস-এই তিনটি মৌলিক স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গোয়েন্দা তথ্যনির্ভর আভিযানিক কার্যক্রম পরিচালনা, মাদক চোরাকারবারিদের উপর নজরদারি বৃদ্ধি, অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং বিচারিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানসহ নানাবিধ কর্মপন্থা দ্বারা মাদকের বিস্তারকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বায়নের এ যুগে প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, নতুন নতুন সিনথেটিক মাদকের আবির্ভাব-এসব বিষয় মাদকবিরোধী কার্যক্রমকে প্রতিনিয়ত আরও জটিল করে তুলছে। তবে, এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৌশলগত, প্রযুক্তিনির্ভর, সময়োপযোগী ও সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল, হালনাগাদ প্রযুক্তিগত সুবিধাসহ অন্যান্য উপকরণে সজ্জিতকরণের ধারাবাহিক উদ্যোগ চলমান রয়েছে।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে মাদকের ভয়াবহ প্রভাব থেকে কিশোর ও যুব সমাজকে রক্ষার জন্য ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতা বাড়াতে প্রশিক্ষক ও মেন্টর তৈরির গাইডলাইন প্রণয়নের কাজ চলছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী স্লোগানসংবলিত শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করে নিয়মিতভাবে সভা, সেমিনার, বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন, মাদকবিরোধী শপথ পাঠ ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিলবোর্ড ও কিয়স্ক স্থাপন এবং লিফলেট-পোস্টার বিতরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত "০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। মাদকাসক্তির মতো জটিল জনস্বাস্থ্যজনিত সংকট মোকাবিলায় 'মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় গাইডলাইন, বাংলাদেশ ২০২৩' হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে। মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সরকারি নিরাময় কেন্দ্রের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে আর্থিক অনুদান ও সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, শুধু আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নয়, মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজের প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, দৃঢ় অঙ্গীকার এবং দায়িত্বশীল নাগরিক আচরণের মাধ্যমে আমরা একটি মাদকমুক্ত, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো-এই দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করছি।

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী

চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের মাধ্যমে অধিদপ্তর বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিদপ্তর শুধু শাস্তিমুলক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর না করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিরোধমুলক কার্যক্রম এবং চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থাকে সমন্বিত করে একটি মানবিক, তথ্যনির্ভর ও আধুনিক মাদকবিরোধী কাঠামো গড়ে তুলতে কাজ করছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে যুগোপযোগী ও আরও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতিগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কঠোর শাস্তির বিধান সংবলিত আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং জনবল উন্নয়নের মাধ্যমে অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। এর ফলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বর্তমানে অধিকতর দক্ষ, গতিশীল ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন

ভিশন: মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া

মিশন: দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

মাদক নিয়ন্ত্রণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বহুমুখী কার্যক্রম

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানকল্পে দৃঢ় সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বহুমুখী কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে। এই সকল কার্যক্রমকে তিনটি প্রধান স্তম্ভে ভাগ করা যায়:

(ক) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction): এই কৌশলের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনগণের মধ্যে মাদক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, নৈতিক মূল্যবোধ জোরদার করা এবং তরুণ সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে সামাজিক ও শিক্ষামুলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তর জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সেমিনার, কর্মশালা, মাদকবিরোধী র‍্যালি, পোস্টার ও ব্যানার বিতরণ, গণমাধ্যম ক্যাম্পেইন এবং স্কুল-কলেজে মাদকবিরোধী কমিটির মাধ্যমে সচেতনতামুলক আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। এসব কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাদের সম্পৃক্ত করা হয়, যাতে সামাজিক প্রতিরোধ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

(খ) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction): মাদক সরবরাহ রোধে অধিদপ্তর দেশের প্রতিটি বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক অভিযান পরিচালনা করে। এসব অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার, চোরাকারবারী গ্রেফতার এবং মামলার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। অধিদপ্তরের নিজস্ব গোয়েন্দা শাখা ও অপারেশনস্ শাখার জনবল ব্যবহার করে অন্যান্য বাহিনী ও সংস্থার সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। মাদক ব্যবসার আর্থিক যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করতে মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধ ঘটিত অর্থ লেনদেনের তদন্তও পরিচালিত হচ্ছে।

(গ) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction): যেসব ব্যক্তি ইতোমধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের জীবনে আশার আলো ফিরিয়ে আনা এবং পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পুন:একীকরণ-এই স্তরের উদ্দেশ্য। অধিদপ্তর সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের নিবন্ধন, মনিটরিং ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর মানোন্নয়নের জন্য জাতীয় গাইডলাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কাউন্সেলিং, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা এবং পরিবারভিত্তিক সহযোগিতা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যাতে একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারে।

এই তিনটি স্তম্ভ - চাহিদা হ্রাস, সরবরাহ হ্রাস এবং ক্ষতি হ্রাস - এর মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর একটি সুসংহত, মানবিক এবং কৌশলভিত্তিক কাঠামো অনুযায়ী মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছে।

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬ জুন ২০২৬
১২ আষাঢ় ১৪৩৩

বাণী

আজ ২৬ জুন, ২০২৬ জাতিসংঘ ঘোষিত 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস'। এই দিনটি কেবল একটি পঞ্জিকার তারিখ নয়; এটি বিশ্ববিবেকের গভীর থেকে উৎসারিত এক মহান আহ্বান। প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হলেও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এ সংকটের ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। দেশের অভ্যন্তরে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে দেশের ভেতরে মাদকদ্রব্যের অবৈধ পাচারের ফলে জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং দৈনন্দিন সামাজিক জীবনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর ও নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশমাতৃকাকে এ ভয়াবহ সংকট থেকে রক্ষায় দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারের Nodal Agency হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত "জিরো টলারেন্স" নীতি অনুসরণ করে অধিদপ্তর সাম্প্রতিক সময়ে গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ক্রিস্টাল মেথামফেটামিন (আইস), এক্সট্যাসি বা এমডিএমএ (৩,৪-মিথিলিনডাইঅক্সিমেথামফেটামিন), এমডিএমবি (মিথাইল ৩,৩-ডাইমিথাইলবিউটানোয়েট), ডিওবি (২,৫-ডাইমেথক্সি-৪- ব্রোমোঅ্যামফিটামিন), ম্যাজিক মাশরুম (সাইলোসাইবিন) ও খাটসহ বিভিন্ন নতুন সাইকোঅ্যাকটিভ পদার্থ (এনপিএস) জব্দে সফলতা অর্জন করেছে। একইসঙ্গে মাদক ব্যবসা ও পাচারের পরিবর্তনশীল কৌশলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন, জনবল ও লজিস্টিক সহায়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিদপ্তরকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে "মডার্নাইজেশন অফ ডিএনসি" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

একটি সুস্থ, সুন্দর ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের যথাযথ চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাদকাসক্তদের চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত বেসরকারি নিরাময় ও পরামর্শকেন্দ্রগুলোকে সরকারি অনুদান প্রদানের পাশাপাশি তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া ঢাকার কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প এবং ঢাকার বাইরে সাতটি বিভাগে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প চলমান রয়েছে।

আইন প্রয়োগের পাশাপাশি মাদক নির্মূলে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ উদ্দেশ্যে সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটিগুলো নিয়মিতভাবে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করছে। পাশাপাশি মসজিদের ইমামদের মাধ্যমেও জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রচার-প্রচারণা জোরদার করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমেও মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে।

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, বিশেষ করে যুবসমাজকে মাদকের ভয়াবহ ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত রাখতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠান দেশের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' পালনের এই শুভক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এ উপলক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ হাসান মারুফ